ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংরক্ষন, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও চর্চা, লালনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'বিশেষ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার দূর্গাপুর থানাধীন বিরিশিরিতে 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী' নামক এ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয় । পরবর্তীকালে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সংগে সংগতি রেখে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে এর উপর গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীকে ১৬-৭-১৯৭৯ তারিখে 'তথ্য সম্প্রচার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'ক্রীড়া ও সংস্কৃতি' বিভাগে ন্যাস্ত করা হয় । একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায় শেষ হওয়ার পরও সরকারি রাজস্ব বাজেটে একাডেমি পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকার সত্ত্বেও একাডেমিকে সচল ও টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু ভৌত অবকাঠামোর সুযোগ-সুবিধা ও নিয়মিত পরিচালনা অঙ্গ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। একাডেমিটিকে যাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ও কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা যায় সে কারণে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান প্রাপ্তি ও ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরব্যাপী ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এ প্রকল্পে অত্র একাডেমীর জন্যে মোট ১৭ (সতের)টি জনবল ধরা হয়। এই সময়েই সাজঘরসহ একটি মঞ্চ, দুই ইউনিট বিশিষ্ট স্টাফ আর্টিস্টদের জন্য সেমি-পাকা হোস্টেল নির্মাণ, বই-পুস্তক ক্রয়, প্রয়োজনীয় জমি ক্রয়, কর্মসূচি পরিচালনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। গত ২৬-২-১৯৮২ তারিখে সরকার একটি রেগুলেশন জারী করে তার মাধ্যমে একাডেমীটি পরিচালনার ব্যবস্থা নেন ।

প্রকল্প সমাপ্তির পর ১৯৮৭ সালে 'ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়'-এর পত্র নং ১/২/৬-১৮/৮৬/৮৮(৮) তারিখ: ২৮/১০/৮৭ মূলে এই প্রতিষ্ঠানটির জনবল ১৯৮৪ সালের জুলাই থেকে ভূতাপেক্ষ রাজস্ব খাতে হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রথম প্রকল্পাধীনে জনবলের সংখ্যা ছিল মোট ১৬ (ষোল) জন। কিন্তু পরবর্তী ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পের অধীনে আরও একটি জনবল (নৈশ প্রহরী) বৃদ্ধি করা হলে মোট জনবলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি । পরবর্তীতে এই ১৭টি জনবলই রাজস্ব খাতে হস্তান্ত করা হয় ।

২০১০ সালে একাডেমীটিকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে রূপদানের জন্য সরকার কর্তৃক 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' নামক আইন অনুমোদন করা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী'-এর পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী' নামটি প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।